JAN. 13 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকল বন্ধের জন্য প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করা হবে ......শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, নকল বন্ধ করার জন্য প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করা হবে। নকল করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়ন করা হবে। নকলের সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষককেও দণ্ডনীয় অপরাধের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, নকল ক্যান্সারের মতো নিঃশব্দ আততায়ী। নকল আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নকল প্রতিরোধের আন্দোলনকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তিনি অভিভাবক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের প্রতি আহবান জানান।

'পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও এর প্রতিকার' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেলেন। নকল প্রতিরোধ আন্দোলনের আহবায়ক ও সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, শিল্প প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম রেজাউল করিম, ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বিআরটিসির চেয়ারম্যান এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল এম শরীফুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল আলী আহমদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক বলেন, নকল ছাত্ররা তখনি করে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তার শিক্ষা পরীক্ষায় পাস করার জন্য তাকে প্রস্তুত করে না। এ জন্য শুধু ছাত্রদের বহিষ্কার করে লাভ নেই। শিক্ষকদের পাঠদানের বিষয়টিও এর সাথে জড়িত। এ জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের নৈতিকতার মানও এখন অনেকক্ষেত্রে নিচে নেমে গেছে। ম্যানেজিং কমিটির দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের ফলেও শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আজ ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাকে জীবনমুখী করার জন্য প্রয়োজন যুগোপযুগী নতুন শিক্ষানীতি। জ্ঞান কোন স্থবির জিনিস নয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযুগী করতে এই শিক্ষানীতি প্রয়োজন। কিন্তু এজন্য আমরা কোন শিক্ষাকমিশন গঠন করব না। এদেশে অনেক শিক্ষা কমিশন হয়েছে। এখন শিক্ষার সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তিনি ডিগ্রী পরীক্ষা নকলের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করেন।

অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, '৭২ সাল থেকে নকল প্রবণতা চলে আসছে। যদি শিক্ষকরা চায় নকল হতে দেব না তবে কোথাও নকল হবে না। এ জন্য শিক্ষকদের সামাজিকভাবে সাপোর্ট দিতে হবে। টিউশনি বন্ধ করতে হবে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, নকল প্রতিরোধ করতে না পারলে দেশ একটা বর্বর জাতিতে উপনীত হবে। আমাদের এখানে মেধার কমতি নেই। নৈতিকতার কমতি আছে। পরীক্ষকদের নৈতিকতা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে জাতিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

তৈমুর আলম খন্দকার বলেন, নকল প্রতিরোধ করতে গেলে ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করা যাবে না। বক্তাগণ নকল বন্ধের জন্য নোট বই বন্ধ, ম্যানেজিং কমিটিতে নির্বাচন প্রথা বাতিল ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের আহবান জানান।